রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২৭, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ২৭ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.২৬৩–ভারতের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

২। শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং ভারতের সরকার ও জনগণ এবং শ্রী বাজপেয়ীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ ভাদ্র ১৪২৫/২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৫ ভাদ্র ১৪২৫

ঢাকা: ----------

২০ আগস্ট ২০১৮

বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ১৯২৪ সালে ভারতের গোয়ালিয়রে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই শ্রী বাজপেয়ীর কবিতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর কবিতায় জীবনবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রাধান্য পেত।

শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ব্রিটিশবিরোধী 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কারাবন্দি হন। ১৯৫১ সালে নবগঠিত জনসংঘে যোগদানের মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। নিজের মেধা ও বক্তব্যের দৃঢ়তা তাঁকে দ্রুত পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। অতঃপর ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠনের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন নতুন ধারায় বিকশিত হয়। তিনি বিজেপি'র প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সফল নেতৃত্বে বিজেপি ভারতের প্রথম সারির একটি দলে পরিণত হয়। শ্রী বাজপেয়ী তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি ভারতের চারটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ছিলেন বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের রাজনৈতিক মহলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে আনতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে সংহতি প্রকাশ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংহতি জানাতে লোকসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

শ্রী বাজপেয়ী অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক ও তুখোড় বক্তা ছিলেন।

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারাল এবং বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। ভারতের সরকার ও জনগণ এবং শ্রী বাজপেয়ীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি মন্ত্রিসভা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd